গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd.

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১৪০৮ তারিখ : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

বিষয় : উন্নয়ন মেলা আয়োজনের লক্ষ্যে রাজস্ব তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি প্রদান।

সূত্র : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০৮২.০০৬.০০.০০.০১১.২০১৬-৪০০; তারিখ: ০৪ আগস্ট ২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত উন্নয়ন মেলা আয়োজন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। উন্নয়ন মেলা আয়োজন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসনমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক এবং 'উন্নয়ন মেলা' আয়োজনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থ হতে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে ব্যয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হলো।

সংযুক্তি: ০৪ (চার)...পাতা।

08/09/2016
(ড. জুলিয়া মঈন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৬২২৪৭

১। চেয়ারম্যান (সকল),..উপজেলা পরিষদ,............................জেলা।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),.........................উপজেলা,....................................জেলা।

অনুলিপি:

১। জেলা প্রশাসক (সকল), ...জেলা।
২। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেজগাঁও, ঢাকা

উন্নয়ন মেলা আয়োজন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তারিখ ও সময় : ২৫ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা
(আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/প্রতিনিধি'র উপস্থিতিতে)
ও
২৬ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৫:০০
(ইন-হাউজ সভা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টার উপস্থিতিতে)

স্থান : সভাকক্ষ (২য় তলা), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

উপস্থিতি : সংলগ্নী 'ক'

১.০। সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় উন্নয়ন মেলা আয়োজন সংক্রান্ত একটি ধারণাপত্র পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব মতামত তুলে ধরেন।

১.১। ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে ইন-হাউজ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব **সজীব আহমেদ ওয়াজেদ** -কে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়। মাননীয় উপদেষ্টা তার কিছু পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র.	বিষয়	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
১.	মেলার উদ্দেশ্য/লক্ষ্য অর্জন	১.১। মূলতঃ 'উন্নয়ন মেলা' জনগণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ের মাঝে তুলে ধরতে হবে যেন জনগণ সরকারের উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং সরকারের মুখপাত্র হিসেবে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ১.২। সরকারের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা, এমডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার ও এসডিজি কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাগণের যৌথ অংশগ্রহণে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং শেখ হাসিনা ব্রান্ডিং এর জন্য 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ' সম্পর্কে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
২.	মেলার সময়	২.১। **বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একযোগে সকল জেলা ও উপজেলায় উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।** প্রস্তাবিত 'উন্নয়ন মেলা' প্রতি বছর সকল জেলা/উপজেলায় **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে সামনে রেখে ৯, ১০, ১১ জানুয়ারি করা যেতে পারে। তবে**, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে ৩ দিনের পরিবর্তে ১ দিন (স্ব স্ব দূতাবাসের পর্যালোচনায় উপযুক্ত সময়ে) আয়োজন করা যেতে পারে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৩	টার্গেট গ্রুপ	৩.১। **শিক্ষার্থী, অভিভাবক, দেশি/ বিদেশি, পর্যটক /বিনিয়োগকারীসহ প্রান্তিক পর্যায়ের সকল স্তরের জনগণকে এ মেলায় সম্পৃক্ত করতে হবে।** ৩.২। **বিশেষ করে তরুণদের মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তরুনদেরকে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে ও তাদেরকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তাদের মধ্যে ইতিহাস বা ধর্ম নিয়ে কোন বিকৃত/মিথ্যা ধারণা থাকলেও সেটি যেন অপসারিত হয়। এভাবে, তাদের চিন্তা-চেতনার মিথ্যা অংশকে সত্য দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।**	▪ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ▪ জেলা/উপজেলা প্রশাসন (সকল)
৪	আয়োজক/ অংশগ্রহণকারী	৪.১। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক আয়োজনে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)

ক্র.	বিষয়	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
		বেসরকারি এনজিও(দেশী/আন্তর্জাতিক), উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করবে। ৪.২। জেলা/উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণের মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ৪.৩। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন/ক্লাবগুলোর মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	▪ জেলা/উপজেলা প্রশাসন সকল
৫	মেলার মূল বিষয়সমূহ	৫.১। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো মুখ্য বিবেচনা করে মেলার আয়োজন করা যায়: ▪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উল্লেখযোগ্য ১০টি উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং ▪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/সাফল্য/পুরস্কার সম্পর্কিত প্রচারণা ▪ রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশের প্রস্তাবনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/২০৪১ অর্জন এবং বাস্তবায়নের সাথে জনগণ-কে সম্পৃক্তকরণ ▪ Millennium Development Goal (MDGs) অর্জনে সরকারের সাফল্য এবং Sustainable Development Goal (SDGs) সম্পর্কে ধারণা দেয়াসহ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ▪ সংশ্লিষ্ট জেলার ঐতিহ্য ও পর্যটন ▪ প্রত্যেক জেলার একটি অনন্য পণ্য নিয়ে ঐ জেলার ব্র্যান্ডিং ▪ নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ▪ তথ্য-প্রযুক্তি, সেবাখাত, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশের অর্জন ▪ বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা ▪ স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া (জেলা/উপজেলা উন্নয়ন ভাবনা) এবং গণশুনানী গ্রহণ পূর্বক স্থানীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান ▪ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক জনগণকে প্রদেয় সেবা মেলাতে প্রদানের সুযোগ রাখা।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল
৬	কার্যক্রম/কর্মসূচি	৬.১। মেলার সম্ভাব্য কর্মসূচি নিম্নরূপ হতে পারে: ▪ মেলার জন্য কমন স্লোগান এবং ব্যানার নির্ধারণ করা। এটুআই ব্যানার ডিজাইন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে। ব্যানারের কনটেন্ট এবং মেলার স্লোগানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও জেলা/উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রস্তাব চাওয়া যায়। ▪ উদ্বোধনী শোভাযাত্রা ও অনুষ্ঠান: - শোভাযাত্রা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় মন্ত্রী/এমপি/জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রতিটি সরকারি দপ্তর/সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদি উপস্থিত থাকবে। এছাড়া, মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ▪ প্রতিটি জেলায় শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য/উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর পাঁচ (৫) মিনিটের ভিডিওচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন; ▪ CRI এর সহায়তায় 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একদিন' শীর্ষক ভিডিওচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন; ▪ প্রতিটি সরকারি দপ্তর কর্তৃক নিজ নিজ উন্নয়ন তথ্যচিত্র উপস্থাপন; ▪ সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম প্রচার; ▪ বিভিন্ন সরকারি ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন বিষয়ক উপস্থাপনা; ▪ আলোচনা/মতবিনিময়/সভা/সেমিনার (পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে); ▪ প্রতিটি জেলার একটি অনন্য পণ্য/পর্যটন স্থানকে কেন্দ্র করে উক্ত জেলার	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল

ক্র.	বিষয়	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
		ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম; ■ সন্ধ্যায় জেলার বিশিষ্ট শিল্পীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; - উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যকে উপজীব্য করে অনুষ্ঠানসূচী নির্ধারণ করা যায়। ■ সকল জেলা/উপজেলার মেলা প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর একই পোস্টার/ব্যানার/ফেস্টুন প্রদর্শন; ■ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'রিয়েলিটি শো'; রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ■ প্রতি বছর উন্নয়ন মেলার একটি শ্লোগান/মূল বিষয় থাকবে; ■ স্থানীয় মন্ত্রী/এমপি/জনপ্রতিনিধি/সরকারি দপ্তর/বীর মুক্তিযোদ্ধা/সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদির উপস্থিতিতে সমাপনী অনুষ্ঠান; ■ উন্নয়ন স্টল (সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন) ■ দূতাবাসসমূহে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্ভাবনা/মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সেমিনার ■ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: উন্নয়ন সংক্রান্ত নাটিকা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয় এমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান **এছাড়া,** ■ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৭টি এবং আইসিটি অধিদপ্তরের ৬টি কম্পিউটার মোবাইল প্রশিক্ষণ ভ্যান মেলা উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। ■ মেলায় স্থানীয়/জাতীয়/আন্তর্জার্তিক অঙ্গনের সেলিব্রেটিদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানানো যেতে পারে। ■ মেলাকে আকর্ষণীয় করার জন্য স্থানীয় পিঠা উৎসব, খাদ্য কর্ণার, ডিজিটাল সুবিধা ইত্যাদির আয়োজন রাখা যেতে পারে।	
৭	প্রচার	৭.১। প্রচারে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে: ■ তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস অনুবিভাগের সম্পৃক্ততায় জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ ■ স্থানীয় প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার ■ প্রচারের ক্ষেত্রে CRI এর অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে কাজে লাগানো। ■ তথ্য চিত্র/অডিও/মোবাইল এসএমএস ■ মেলার জন্য একটি আকর্ষণীয় থিম সং তৈরি করতে হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় CRI এর সাথে আলোচনা করে থিমসংটি তৈরি করবে।	■ তথ্য মন্ত্রণালয় ■ স্থানীয় প্রশাসন
৮	ব্যয় নির্বাহ	৮.১। মেলার আয়োজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পরিপত্র জারি করা যেতে পারে যাতে **জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ থেকে যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ** দেওয়া যায়। ৮.২। এছাড়া মেলা সংশ্লিষ্ট কাজে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্ব স্ব সংস্থার অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে পারে। ৮.৩। সরকারি বরাদ্দ ব্যতিত স্থানীয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।	■ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৯	সমন্বয়	৯.১। মেলা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি থাকবে। ৯.২। তাছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এক/একাধিক কমিটি গঠন করবে। ৯.৩। (ক) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব- এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে	■ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)

ক্র.	বিষয়	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
		সদস্য করা যায়। মহাপরিচালক (প্রশাসন) কমিটির সদস্য সচিব থাকবেন। (খ) জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণের সভাপতিত্বে জাতিগঠনমূলক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে। স্থানীয় মন্ত্রী/এমপিগণ উপদেষ্টা থাকতে পারেন। সংশ্লিষ্ট অতি: জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কমিটির সদস্য সচিব থাকবেন ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর-এর কর্মকর্তারা সদস্য থাকবেন। (গ) উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা কমিটি থাকবে। স্থানীয় এমপি/জনপ্রতিনিধিগণ কমিটির উপদেষ্টা থাকতে পারেন। অন্যান্য সরকারি দপ্তর-এর কর্মকর্তারা কমিটির সদস্য থাকবেন। উপজেলা প্রকৌশলী কমিটির সদস্য সচিব হবেন।	
১০	মেলায় সচিবগণের অংশগ্রহণ	১০.১। মেলা চলাকালে এক একজন সচিব এক একটি মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।	▪ সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)
১১	শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান	১১.১। জেলা, উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মেলা এবং প্রত্যেক জেলা/উপজেলায় শ্রেষ্ঠ আয়োজনের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
১২	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১২.১। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের করণীয় বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
১৩	বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস/মিশনের জন্য কর্মসূচি	১৩.১। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে মুক্তিযুদ্ধ, বিনিয়োগ, পর্যটন, শেখ হাসিনা উদ্যোগ, এমডিজি অর্জনের কৌশল এবং এসডিজি কর্মপরিকল্পনা, ফুড ফেস্টিভাল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। ১৩.২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস/মিশনের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	▪ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪	নিরাপত্তা	১৪.১। মেলায় আগতদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক প্রবেশমুখে আর্চওয়ে বসাতে হবে, সম্ভব হলে মেলাস্থল সিসিটিভি'র আওতাভুক্ত রাখতে হবে।	▪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ▪ জেলা/উপজেলা প্রশাসন

৩। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাঃ-/
(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সচিব

নং-০৩.০৮২.০০৬.০০.০০.০১১.২০১৬)-৪০০ তারিখ: ৪ আগস্ট ২০১৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল).............................
৩. প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪. প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২/ এটুআই
৫. মহাপরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৬. প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১/২
৭. প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-১
৮. পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৯. মুখ্য সচিব/সচিব এর একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

(ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর)
পরিচালক (প্রশাসন)